সংযুক্তি : ২/১

"আমাদের লক্ষ্য অবৈধ সংযোগ মুক্ত গ্যাস বিতরণ"

"জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার" দেশ প্রেমের শপথ নিন-দুর্নীতিকে বিদায় দিন

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয় : ১৩৭/এ, সিডিএ এভিনিউ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: প্রকৌঃ মোঃ আমিনুর রহমান
তারিখ	: ২৬-০৯-২০২১
উপস্থিতি	: জুম প্ল্যাটফর্ম/রেকর্ডেড

১.০ আলোচনা :

১.১ সভার প্রারম্ভে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন-দক্ষিণ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সেবা গ্রহিতাদের/ অংশীজনদের (Stakeholders) অবহিতকরণ সভায় আগত বিভিন্ন শ্রেণির সম্মানিত সেবা গ্রহিতা ও তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দকে কেজিডিসিএল-এর পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। উল্লেখ, সভায় পেট্রোবাংলার প্রকৌ. বিশ্বজিৎ সাহা মহাব্যবস্থাপক (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং) মহোদয়ও সংযুক্ত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১.২ সভার সভাপতি মহাব্যবস্থাপক (বিপণন-দক্ষিণ) প্রকৌঃ মোঃ আমিনুর রহমান সভায় আগত বিভিন্ন শ্রেণির সম্মানিত সেবা গ্রহিতা ও তাঁদের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ অনুসারে বিপণন-ডিভিশনের পক্ষ হতে কি কি সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা অবহিতকরণসহ অভিযোগ প্রতিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অবহিতকরণের জন্যই আজকের এ সভা। সভায় সভাপতি অত্র ডিভিশনের ভৌগলিক অবস্থান, গ্রাহকের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর বিপণন উত্তর ডিভিশন কর্তৃক গ্রাহকবৃন্দকে কি কি সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বিধি-বিধানের আলোকে সেবা প্রদান, অভিযোগ প্রতিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে Stakeholder-দের সহযোগিতা কামনা করে মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আহবান জানানো হয়।

১.৩ সভায় কেজিডিসিএল এর এপিএ ফোকাল পয়েন্ট এবং মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) জনাব প্রদ্যোত কুমার সাহা এপিএ বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষনমুক্ত একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা বিনির্মাণে বর্তমান সরকার নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে রূপকল্প-২০২১ এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা 'মধ্যম আয়ের দেশের' মর্যাদা অর্জন করেছি। এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্য সরকার নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানেও সফল হব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্যেই সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ এর মতো কর্মসুচী হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। এভাবে মন্ত্রনালয়ের সহিত সংস্থার চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের সহিত কোম্পানী প্রধানের একটি সমঝোতা চুক্তি। এটি বাস্তবায়নের কারনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে বিক্রয় উত্তর, জোন-৯ শাখার ব্যবস্থাপক এপিএ এর সহিত সংশ্লিষ্ট সিটিজেন চার্টার বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। বক্তব্যে তিনি কোম্পানির প্রনীত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ভিশন ও মিশন বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নাগরিক সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতির আলোকে একজন গ্রাহক কিভাবে, কার কাছ থেকে সেবা পেতে পারবে বা কি কি প্রয়োজনীয় দলিলাদির প্রয়োজন হবে এ বিষয়টি সম্মানিত গ্রাহকদের অবহিত করেন। তাছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক এবং অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান সম্পর্কীত বিষয়েও অবহিত করা হয়। গ্রাহকদের যে কোন প্রয়োজনে জোন ব্যবস্থাপক এর সহিত যোগাযোগের আহবান করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে বিক্রয় উত্তর, জোন-১ শাখার ব্যবস্থাপক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। সভায় তিনি অবহিত করেন যে বিভিন্ন মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরে ২৯ টি অভিযোগ গ্রহণ এবং ২৫ টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। তাছাড়াও গ্রাহকদের অভিযোগ নিস্পত্তির বিষয়ে কোম্পানির আন্তরিক প্রচেষ্টার বিষয়টি অবহিত করেন। সভায় জনসংযোগ শাখার ব্যবস্থাপক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন । তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের মতামত প্রাপ্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১.৪ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অদ্যকার কর্মসূচি জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। সভায় Stakeholder প্রান্তে সংযুক্ত থেকে জনাব ইউসুফ (লুব-রেফ বাংলাদেশ লিমিটেড), জনাব সেলিম উদ্দিন (হাজী ওলি সিএনজি) , জনাব নেছার আহমদ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় জনাব ইউসুফ চট্টগ্রামে একসময়ের গ্যাস সংকটের বিষয়টি তুলে ধরে পরবর্তীতে এলএনজি সরবরাহের মাধ্যমে গ্যাস সংকট মোকাবিলা করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং চট্টগ্রামে শিল্প সংযোগ চালু রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জনাব সেলিম তার প্রতিষ্ঠানে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার বিষয়টি তুলে ধরলে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন-উত্তর) প্রকৌঃ মোঃ শফিউল আজম খান সমস্যাটি দ্রুত সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে আশ্বস্ত করেন। জনাব নেসার আহম্মেদ বাণিজ্যিক রাজধানীতে নতুন শিল্প সংযোগ চালু রাখার পাশাপাশি গ্রাহকদের সুবিধাথে হেল্প ডেস্ক স্থাপনের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। জবাবে পেট্রোবাংলার মহাব্যবস্থাপক মহোদয় কেজিডিসিএল এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওয়ানস্টপ সার্ভস থাকার বিষয়টি অবহিত করে গ্রাহকদের নির্বিঘ্নে সেবা প্রদানের জন্য কেজিডিসিএল কর্তৃপক্ষকে আহবান জানান।

২.০ <u>সিদ্ধান্ত</u> :

২.১ বিদ্যমান বিধিবিধানের আলোকে সরকার/পরিচালনা পর্ষদ ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক কেজিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় শিল্পখাতে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বাস্তবায়নে : বিপণন উত্তর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন।

২.২ সময়ে সময়ে গ্রাহকদের সাথে এ ধরনের সভা আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা /অভিযোগ শুনে সে আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়নে : বিপণন উত্তর ডিভিশন।

সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভায় আর কোন প্রস্তাব না থাকায় কেজিডিসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (বিপণন-দক্ষিণ) অংশগ্রহণকারী সকলকে সংযুক্ত হয়ে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/১/২০২২

(প্রকৌঃ মোঃ আমিনুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক (বিপণন-দক্ষিণ)